সাইট প্রিপারেশন ও লে-আউট

সাইট প্রিপারেশনঃ

নির্মাণ কাজ শুরুর পূর্বে সাইট প্রস্তুতির কাজটা সম্পন্ন করতে হয়।

সাইট প্রস্তুতিতে করণীয় বিষয় সমূহঃ

জলাবদ্ধতা ও বন্যাপ্রবণ এলাকায় পানির সর্বোচ্চ লেভেল এলাকার অন্যান্য বাড়ির পিলু লেভেল বাড়ি সংলগ্ন রাস্তার লেভেল থেকে নূন্যতম ১-৬ ইঞ্চি উচ্চতা বিবেচনায় রেখে সাইটে মাটি ভরাটের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

নির্মাণ কাজ শুরুর পূর্বে চারদিকে সীমানা প্রাচীর দিয়ে নিতে হবে (যা বিভিন্ন রকমের হতে পারে)। সাইট ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে, মূল ভবনের মধ্যে পড়ে না এমন গাছপালা অবশ্যই রেখে দিতে হবে।

- সাইটে নির্মাণ সামগ্রী আনার পর কোথায় থাকবে তা নির্ধারণ করতে হবে। পানির সংস্পর্শে ক্ষতি হয় এমন জিনিস অস্থায়ী শেড বানিয়ে সেখানে রাখতে হবে। নির্মাণ কাজে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য অস্থায়ী ওয়াটার রিজার্ভার তৈরি করা যেতে পারে।

- নির্মাণ সাইটে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা বিবেচনায় রাখতে হবে।

লে-আউট

সাইট নির্মাণ কাজের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলে লে-আউটের মাধ্যমে মূল কাজ আরম্ভ করতে হবে। লে-আউট হল যে বিল্ডিংটি নির্মিত হবে তার অনুমোদিত ড্রয়িং অনুযায়ী জমিতে মাপ নির্ধারণ ও চিহ্নিত করা।

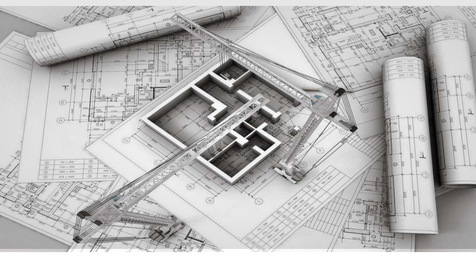

লে-আউট বসানোঃ

- লে-আউটের শুরুতেই অনুমোদিত আর্কিটেকচারাল ড্রয়িং এবং জমির মাপ ঠিক আছে কিনা দেখে নিতে হবে।

- আর্কিটেকচারাল ড্রয়িং-এর গ্রীড অনুযায়ী সুতা বাঁধার পর প্রত্যেকটা কোণ সমকোণ আছে কিনা তা চেক করে দেখতে হবে। কোণা বরাবর মাপ ঠিক আছে কিনা তাও চেক করতে হবে।

- গ্রীড লাইন থেকে সীমানা প্রাচীর ও মেইন রোড থেকে সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিয়ম অনুযায়ী সেট ব্যাক দেয়া হয়েছে কিনা দেখতে হবে। বিল্ডিংয়ের চারপাশে নির্দিষ্ট কিছু জায়গা ছেড়ে দিয়ে তারপর ডিজাইন করতে হয় যেটাকে সেটব্যাক বলে।

- গ্রীড লাইনের সুতা টানা হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় সাইট ইঞ্জিনিয়ারের তত্ত্বাবধানে সবগুলো গ্রীড ও একটা থেকে আরেকটা গ্রীডের দূরত্ব পুংখানুপুংখ ভাবে চেক করতে হবে।

- গ্রীড লাইনের পয়েন্টগুলোতে বাঁশের খুঁটি বা রড কমপক্ষে ৩ ফুট গভীরতায় প্রবেশ করিয়ে স্থায়ীভাবে গ্রীডের চিহ্ন দিতে হবে এবং ড্রয়িং অনুসারে গ্রীড নাম্বার দিতে হবে।

- গ্রীড পয়েন্ট অনুসরণ করে স্ট্রাকচারাল ডিজাইন অনুযায়ী কলামের ফুটিং-এর লে-আউট দিয়ে মাটি খননের কাজ শুরু করতে হবে।

উই-পোকা দমনঃ

- **মাটি খননের সময় উইপোকার ঢিবি দেখা গেলে কোন অবস্থাতেই অবহেলা করা যাবে না, উইপোকার ঢিবি ভেঙ্গে দিতে হবে। একজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে উইপোকা নির্মূলের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক প্রয়োগ করতে হবে।**